[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী কলোনিপাড়ায় দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় উদ্যোগে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছে সুষ্ঠু সমাধান মেনে নেন। এতে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব মিটে গিয়ে এলাকায় স্বস্তি নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রায় এক সপ্তাহ আগে ডুগডুগি কলোনী পাড়ার বাসিন্দা মোঃ শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে প্রতীবেশী মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরুসহ আরও দুজনের নামে ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি বিবাদীদের মধ্যে জমি আছে দাবি করে জমির সঠিক মাপজোখ করে সীমানা নির্ধারণের দাবি জানান।

অভিযোগের পর হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন এবং উভয় পক্ষকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে তাদের উপস্থিতিতে দুজনের বক্তব্য শোনেন এবং নিরপেক্ষভাবে হাওলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাফ যোগ হবে বলে জানানো হয়। পরে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ দুইজন জমি মাপককে পাঠানো হয়। জমি মাপার সময় শহিদুল ইসলামের ঘরের ছাদ নুরুর সীমানার ভেতরে চলে আসায় সমস্যার জটিলতা তৈরি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পরিষদের তত্ত্বাবধানে উভয় পক্ষ সমঝোতায় পৌঁছান।

মাপজোখ শেষে শহিদুল ইসলামর বেধে যাওয়া ঘরের ছাদের অংশ স্বেচ্ছায় ১২ পয়েন্ট জমি ছেড়ে দেন নুরু, বিনিময়ে শহিদুলও একইভাবে ১২ পয়েন্ট জমি ছাড়েন। ফলে উভয় পক্ষের জমির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হয় এবং বিরোধের অবসান ঘটে। এ সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ও ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। স্থানীয়রা এ সমাধানকে স্বাগত জানিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাদী শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি শুরু থেকেই জমির সঠিক মাপজোখ চেয়েছিলাম। পরিষদের উদ্যোগে আজ বিষয়টি সুন্দরভাবে মীমাংসা হলো।

আমি ফলাফলে সন্তুষ্ট এবং নুরু ভাই এর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই।”মোহাম্মদ নূর হোসেন নুরু বলেন, অনেকদিন ধরে ঝামেলায় ছিলাম। এই জমিতে এর আগেও মাপ যোক হয়েছে। তার ঘরের ছাদ আমার সীমানায় এসেছে কিন্তু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ঘরের সাদ না ভেঙে আমার অতি কষ্টের মহামূল্যবান জমি ১২ পয়েন্ট তাকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্যদিকে শহিদুল ভাইও আমাকে ১২ পয়েন্ট ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সমন্বয় করে নিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আজকের সমাধান আমাদের জন্য শান্তির। আমি এই সমাধানে খুশি এবং ভবিষ্যতে আর কোনো দ্বন্দ্ব চাই না।”

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জমি মাপক আমিন জিল্লু বলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা দুইজন জমি মাপক আমিন উপস্থিত থেকে আমরা নিরপেক্ষভাবে জমি মেপে উভয় পক্ষকে ফলাফল দেখাই। সবাই ফলাফল মেনে নিয়েছেন, এটা আমাদের জন্যও স্বস্তির। দীর্ঘদিনের বিরোধ শান্তি পূর্ণ ভাবে সমাধান হয়েছে। ৪নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান পটু বলেন, আজকের এই সমঝোতা এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখবে। উভয় পক্ষ যে দায়িত্বশীলতা দেখিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।”

৫নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিনের বিরোধ আজ সমঝোতার মাধ্যমে শেষ হওয়ায় এলাকার মানুষ স্বস্তি পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগকে সবাই ইতিবাচকভাবে দেখছে। হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, আমরা সবসময়ই চাই বিরোধ যেন মিটে যায় আলোচনার মাধ্যমে। আজকে উভয় পক্ষকে নিয়ে যে সমাধান হয়েছে তা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার-২

দামুড়হুদায় জমিজমা সংক্রান্ত মারামারি মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আজ রবিবার সকালে ও বিকালে তাদের দুইজনকে আলাদা ভাবে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী

আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহার দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলো জয়রামপুর গাতিরপাড়ার মৃত লালু মন্ডল এর ছেলে মোঃ আজিত (৪৫) এবং আজিত এর ছেলে মোঃ নাঈম হোসেন (১৯)।

জানাগেছে, গত ০৮/০৫/২০২৫ইং তারিখে জয়রামপুর মালিথা পাড়ার মোঃ আক্তার হোসেন (৫৫) এর ছেলে আরিফুল মোটরসাইকেল যোগে তার পিতাকে নিয়ে জয়রামপুর ইস্টিশন থেকে বাড়ি ফিরছিলো। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের জের ধরে আসামিরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের মোটরসাইকেল রোধ করে এবং পিতা পুত্রকে এলো পাতাড়ি মাথাই কুপিয়ে মারাত্মক যখন করে।

যার ফলে আক্তার হোসেন এখন রাজশাহী মেডিকেলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। গতকাল লাইফ সাপোর্টে আক্তার হোসেন এর মাথায় একটা বড় ধরনের অপারেশন করা হয়েছে। শুধু তাইনা তার শরীরে নাকি এসিড মারা হয়েছে। যার কারণে যেখানে এসিড লেগেছে সেখানে পুড়ে গেছে। শরীরে এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আরিফুল নিজেও আক্রমণের স্বীকার হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী আরিফুল দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি এজাহাদার করে। বিষয়টি আমলে নিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দুইজন এজাহার নামীয় আসামিকে গ্রেফতার করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ের মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয় এবং আজ একজনকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত

বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় মা মেয়েসহ তিনজন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়ো উত্তর পাড়ায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় মা মেয়ে সহ তিনজন আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে তাদেরকে মারধর করে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

আহতরা হলেন, বাশবাড়িয়া উত্তরপাড়ার রাইস মিল শ্রমিক মাফিকুলের স্ত্রী আরিফা খাতুন (৪০), বড় মেয়ে লাবনি আক্তার বর্ষা, ও শিশু কন্যা মেঘনা খাতুন (৭)। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত আরিফা খাতুন জানায়, বুধবার দুপুরে বাশবাড়িয়া উত্তর ইউনুছ আলীর ছেলে মুজাম, রুহুলের ছেলে বাবুল, মুন্তাজ ও বেদেনা খাতুন আরিফার বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে মারধর করে। আরিফার আত্নচিৎকারে তাকে ঠেকাতে মেয়ে বর্ষা এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করে এসময় শিশু কন্যা মেঘনা এগিয়ে আসলে তাকেও মারধর করা প্রতিপক্ষ মুজামের লোকজন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আরিফার স্বামী মাফিকুল জানায়, বেশ কয়েকদিন ধরে মুজাম ও রুহুলের লোকজন তাদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। তিনি সকালে বাড়ি থেকে রাইসমিলে কাজে আসেলে তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে একা পেয়ে মুজাম ও রুহুলের লোকজন তাদের মারধর করে।
এদিকে স্থানীয়রা এবং মুজাম, রুহুলের ছেলে বাবুল ও বেদেনা জানায়, আরিফা ও তার মেয়েদের কে কেউ মারধর করেনি। তারা তাদের নিজের শরীরে কাদা মেখে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

বেদেনা জানায়, কয়েকদির আগে আরিফা ও তার লোকজন আমাদের মারধর করলে আমরা গাংনী থানায় অভিযোগ করি। একারনে তারা নিজেদের শরীরে কাদা মেখে মারধরের অভিযোগ করছে। এছাড়াও আরিফার লাঠির আঘাতে রুহুল গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। গতকাল আমরা আরিফার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় আজকে সে এধরনের নাটক সাঁজিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয়রা জানায়, আরিফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অন্যের জমি জোর দখল করতে চাই। দখলে নেয়া জমি

টিকিয়ে রাখতে নিজের শরীরে নিজে আঘাত করে অন্যকে মামলায় ফাঁসিয়ে সুবিধা আদায় করে। সে অধিকাংশ প্রতিবেশির নামে মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষেয়ে এখনো কেউ অভিযোগ করেনি । অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।